W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 1400 /WBHRC/COM/2016-17

Date: 05. 01.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Eisamay' a Bengali daily dated 05.01.2017, captioned 'অন্তা:সত্ত্বাকে পুলিশের লাথি, এসপিকে নালিশ পরিবারের

The Superintendent of Police, Jalpaiguri is directed to furnish a report by 14.02.2017 enclosing thereto:-

(a) statement of the victim recorded at the hospital;

(b) copy of the bed head ticket;

(c) full address and particulars of the victim.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 05. 01. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC.

অন্তঃসত্ত্বাকে পুলিশের লাথি, এসপিকে নালিশ পরিবারের

এই সময়, জলপাইগুড়ি: গোরুপাচারে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে লাথি ও মারধরের অভিযোগ উঠল জলপাইগুড়ির মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির ওসির বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই বধূকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনার কথা অস্বীকার করে পুলিশের দাবি, অভিযুক্তকে বাঁচাতেই এহেন মিথ্যা অভিযোগ আনা হচ্ছে। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'জহিরুলকে গ্রেপ্তারের পর ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।' গুরুতর অসুস্থ মমতা বেগমের পরিবার বিষয়টি নিয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। বুধবার মমতা বেগমের বাবা মছিমুদ্দিন সরকার পুলিশ সুপারকে লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন, মঙ্গলবার মাঝরাতে মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি রাজু রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী উত্তর ধনতলা এলাকায় তাঁর জামাই জহিরুল হককে গ্রেপ্তার করতে যায়।

জলপাইগুড়ি

সেই সময় তাঁর মেয়ে মমতা বেগমকে ধাক্কা দেওয়া হয়। সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা মমতা পুলিশের মারে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর গায়েও হাত তোলা হয়। তিনি বলেন, 'আমার জামাই দোষ করতেই পারে। কিন্তু তাই বলে পুলিশ অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে মারধর করবে, এটা মানা যায় না। আমরা অভিযুক্ত ওসির শাস্তি চাই। তাই জেলার পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি।' মমতার দেওর ওহেদুল হক বলেন, 'আমার দাদাকে গ্রেপ্তার করতে এসে মানিকগঞ্জ ফাঁড়ির ওসি রাজু রায় প্রথমে আমার অন্তঃসত্ত্বা বউদিকে মারে। আমি ঠেকাতে গেলে আমাকেও মারে। দাদা এক হাট থেকে গোরু কিনে অন্য হাটে বিক্রি করে। কী অভিযোগে দাদাকে গ্রেপ্তার করা হল, পুলিশ জানায়নি।' মানিকগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রাজু রায় অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'জহিরুলের বিরুদ্ধে গোরুপাচারের অভিযোগ ছিল। তাই তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলাম। সেই সময় ওর পরিবারের লোক ও গ্রামবাসী বাধা দেয়। এখন নিজেরা বাঁচতে উলটে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে।